ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৬৩
আগরতলা, ১৫ মে, ২০১৮

প্রধানমন্ত্রীর জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুযোগ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সরকারের লক্ষ্য : মুখ্যমন্ত্রী

গ্রামের উন্নয়ন হলেই ভারতবর্ষের উন্নয়ন হবে। আজ সিপাহীজলা জেলার উত্তর পাহাড়পুর গ্রাম পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সিপাহীজলা জেলার কাঁঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত এই উত্তর পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামটি মিশ্র জনবসতিপূর্ণ। পরিবার সংখ্যা ৯০৯টি। মোট জনসংখ্যা ৪৬৯২ জন। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই গ্রামের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রথমেই তিনি উত্তর পাহাড়পুর গ্রামস্থিত উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের এ এস ডি ফার্ম ঘুরে দেখেন। ১৯৭২ সালে চালু হওয়া ফার্মটির আয়তন ১৬.১৮ হেক্টর। বর্তমানে ফার্মটিতে সুপারি, নারকেল, কলা, লিচু, আম ইত্যাদি ফলের নার্সারি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এই ফার্মে আনারস, এলাচি লেবু, গোল মরিচের নার্সারি করার জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের পরামর্শ দেন। ফার্মের সার্বিক ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী এলাকার বেকার যুবক-যুবতীদের উদ্যান পালন বিষয়ক দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করেন। যেন পরবর্তীতে তারা ফার্মে কাজ করতে পারে। এছাড়া, তিনি ফার্মের বাউন্ডারী ওয়াল ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপারে আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এজন্য তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এক মাসের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে বলেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী ঐ পঞ্চায়েতের থাম্বামুড়া এলাকা পরিদর্শন করেন। থাম্বামুড়ায় ৭০টি পরিবারের বাস। থাম্বামুড়ায় তিনি জনজাতিদের সঙ্গে কথা বলে এম জি এন রেগা সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচির খোঁজ খবর নেন। থাম্বামুড়াবাসীর অভিযোগ এলাকায় যাতায়াতের রাস্তা নেই, বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর নির্মিত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী সকল এলাকাবাসীকে প্রধানমন্ত্রী সৌভাগ্য যোজনায় বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর ও যাতায়াতের জন্য রাস্তা তৈরীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এম জি এন রেগার কাজের বকেয়া টাকা শীঘ্রই পেমেন্ট করার জন্য বি ডি ও-কে নির্দেশ দেন।

**২য় পাতায়*

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ঐ পঞ্চায়েতস্থিত রাঙ্গামুড়া ট্রাইবেল উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এলাকাবাসী মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজের ব্যাপারে অভিযোগ জানান। এলাকাবাসীর অভিযোগ বিদ্যালয়ে নবনির্মিত বিল্ডিং এ ১০টি কক্ষ নির্মাণের কথা থাকলেও মোট ৬টি কক্ষ নির্মাণ করেই নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যালয়ের পানীয়জলের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন এবং অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি শিক্ষা, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য।

পরে মুখ্যমন্ত্রী পঞ্চায়েতস্থিত অপর একটি এলাকা ঘোষপাড়া পরিদর্শন করেন। ঘোষপাড়ায় ১০০টি পরিবার বসবাস করেন। অথচ এই পাড়ায় যাতায়াতের জন্য পাকা রাস্তা নেই। পঞ্চায়েতের যে রাস্তাটি ঘোষপাড়াকে যুক্ত করেছে এটি ১৯৪৭ সাল থেকেই রয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে জানান এলাকার প্রবীণ ব্যক্তি ললিত ঘোষ। ঘোষপাড়ায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ঊনকোটি, ধলাই ও দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন এলাকার উন্নয়ন সমভাবে হয়নি। তিনি বলেন, ঘোষপাড়ায় রাস্তার কাজের টেন্ডার হওয়ার ১৩ মাস অতিক্রম হলেও কাজ সম্পন্ন হয়নি। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকারের দায়িত্বহীনতাই এর জন্য দায়ী। পূর্বতন সরকারের একতরফা সিদ্ধান্ত মানুষকে মেনে নিতে বাধ্য করা হত। কিন্তু বর্তমানে সেই ব্যবস্থার সমাপ্তি করেছে মানুষ। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের দায়িত্ব মানুষের কাছে যাওয়া। এজন্য তিনি সকল দপ্তরের আধিকারিকদের প্রতি মাসে কমপক্ষে ২০দিন ক্ষেত্র পর্যায়ে পরিদর্শনে এসে উন্নয়ন কাজের তদারকি করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য তিনি আধিকারিকদের গ্রামে গিয়ে জনগণের সমস্যা খতিয়ে দেখে কাজ করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, সৌভাগ্য যোজনায় বিদ্যুৎ সংযোগ, শৌচালয় ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সহায়তা থাকা সত্বেও ঐ এলাকার মানুষ এইসব সুবিধা পায়নি। তিনি আগামী এক মাসের মধ্যে ঐ এলাকায় সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া এবং সঠিক সময়ের মধ্যে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি গ্রাম স্বরাজের মাধ্যমে নিম্নস্তর পর্যন্ত নিয়ে জনগণকে সুবিধা দেওয়াই হল আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, নেশামুক্ত ও অপরাধমুক্ত ত্রিপুরা গড়াও সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, সমাজসেবী প্রতিমা ভৌমিক, বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, সিপাহীজলার জেলাশাসক, সোনামুড়া মহকুমা শাসক এবং জেলা, মহকুমা ও কাঁঠালিয়া ব্লকের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

****